স্বস্তি
প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননায় মামলা নয়
১০

সংবাদ প্রতিদিন

সুযোগ
আজ মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ড্র করলেই এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে এটিকে মোহনবাগান
১২

sangbadpratidin.in
epratidin.in | ১৫ ফাল্গুন ১৪২৭ | ৪.০০ টাকা | * | দক্ষিণবঙ্গ সংস্করণ | রবিবার | ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ | ভিতরে ছুটি | পরিষ্কার আকাশ | সর্বনিম্ন ২২°/৩৬° সর্বাধিক | ১২ পাতা

এক ঝলক

আম্বানি-হুমকি রহস্যে নয়া মোড়

■ মুম্বই : মুকেশ আম্বানির বাড়ির সামনে বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি রাখা ও নীতা আম্বানিকে হুমকি চিঠি পাঠানোর রহস্যে নয়া মোড়। মুকেশের বাড়ি অ্যান্টিলিয়ার সামনে বিস্ফোরক বোঝাই স্করপিও গাড়িটি রেখে এক ব্যক্তিকে একটি সাদা ইনোভা চেপে চলে যেতে দেখা গিয়েছিল। স্করপিওর ভিতরেই মিলেছিল হুমকি চিঠি। যে সাদা ইনোভাটি চলে গিয়েছিল তার সন্ধান শনিবার পর্যন্ত পায়নি পুলিশ। থানের টোল প্লাজায় ইনোভাটিকে শেষ দেখা যায়। তার পর সেটি উধাও। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা নিয়ে নয়া রহস্য।

মেয়েকে বিক্রি করে চিকিৎসা

■ নেল্লোর : বড় মেয়ের তীব্র শ্বাসকষ্টের সমস্যার চিকিৎসা করানোর অর্থ ছিল না দিনমজুর বাবা-মায়ের। সেই চিকিৎসার খরচ জোগাড় করার জন্য ছেচল্লিশ বছরের এক ব্যক্তির কাছে বারো বছরের কিশোরী ছোট মেয়েকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন ওই দিনমজুর দম্পতি। ঘটনাটি অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোরের। রাজ্যের মহিলা ও শিশু কল্যাণ দফতরের অফিসাররা কিশোরীটিকে উদ্ধার করার পর ঘটনা প্রকাশ্যে আসে।

আজ যেমন

মেষ	প্রিয়জন সমাগম
বৃষ	প্রতিযোগিতায় লাভ
মিথুন	প্রাপ্তি
কর্কট	দন্ত পীড়া
সিংহ	আনন্দ
কন্যা	স্বজন বিরোধ
তুলা	সাময়িক সমস্যা
বৃশ্চিক	উন্নতি
ধনু	শারীরিক সমস্যা
মকর	মোকদ্দমায় শুভ
কুম্ভ	উপকৃত
মীন	দায়িত্ব বৃদ্ধি

শ্রী অভিষেক ব্যানার্জ্জী

আইন-শৃঙ্খলা থেকে জাভেদ বদলি দমকলে

নির্বাচন ঘোষণা হতেই সক্রিয় কমিশন, নয়া দায়িত্বে জগমোহন

স্টাফ রিপোর্টার : ভোট ঘোষণার ২৪ ঘণ্টাও পার হয়নি! তার আগেই রাজ্য পুলিশের উঁচু মহলে বড় রদবদল ঘটিয়ে কড়া বার্তা দিল নির্বাচন কমিশন।

শনিবার এডিজি আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামিমকে বদলির নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। ওই পদে আনা হয়েছে জগমোহনকে। তিনি দমকলের ডিজি পদের দায়িত্বে ছিলেন। জাভেদকে ওই পদে পাঠানো হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলাই বড় চ্যালেঞ্জ। আট দফায় নির্বাচন ঘোষণা করে সেকথা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছে কমিশন। আর ভোট ঘোষণার পরদিনই সদ্য এডিজি হওয়া জাভেদ শামিমকে সরিয়ে কমিশন রিমোট কন্ট্রোল নিজেদের হাতে রাখতে চাইছে বলে ধারণা অভিজ্ঞ মহলের।

ঘটনা হল, কয়েক দিন আগেই জাভেদকে নতুন দায়িত্ব দিয়ে এডিজি করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। সূত্রের ইঙ্গিত, সে কারণেই কমিশনের ধারণা হয়ে থাকতে পারে যে, জাভেদ শামিম তৃণমূল সরকারের বিশেষ আস্থাভাজন, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থেই আইনশৃঙ্খলার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ওঁকে রাখা উচিত নয়। যদিও প্রশাসন, পুলিশ ও রাজনৈতিক মহলের একাংশের পর্যবেক্ষণ, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির অফিসার হিসাবে জাভেদ শামিমের সুনাম রয়েছে। তা সত্ত্বেও ওঁকে এভাবে রাতারাতি অপসারিত করা হল কেন, তার ব্যাখ্যা অনেকের কাছেই অস্পষ্ট। প্রসঙ্গত সম্প্রতি রাজ্য ও কলকাতা পুলিশে বেশ কিছু রদবদল ঘটিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। কলকাতার একাধিক কমিশনারেটে কমিশনার বদল হয়েছে। খাস কলকাতার পুলিশ কমিশনার হিসাবে অনুজ শর্মার জায়গায় সদ্য দায়িত্ব নিয়েছেন সৌমেন মিত্র। তাহলে কি আরও কিছু অফিসার কমিশনের নজরে রয়েছেন? প্রশ্ন অনেকেরই। কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে।

নয়ের পাতায়

■ নতুন দায়িত্বে জগমোহন।

■ অপসারিত জাভেদ শামিম।

বুথের ডাস্টবিনে জিপিএস!

শুভঙ্কর বসু

ডাস্টবিনে জিপিএস!

শুনতে অবাক লাগলেও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এমনই দৃশ্য দেখতে চলেছে রাজ্যবাসী। সৌজন্য, কোভিড অতিমারী। যার দাপট রুখতে সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রতি ভোটার ইভিএমের বোতাম টিপবেন গ্লাভস পরা হাতে। এবং একটি গ্লাভস একজন ব্যবহার করার পরই ফেলে দিতে হবে বুথে মজুত ডাস্টবিনে।

অর্থাৎ, আগামী দু'মাসের মধ্যে রাজ্যে অন্তত ন'কোটি দস্তানার প্রয়োজন। সঙ্গে লক্ষাধিক ট্র্যাশক্যানও। সে না হয় পাওয়া যাবে। কিন্তু সমস্যা ও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ব্যবহৃত দস্তানার স্তূপ। নির্বাচনী আধিকারিকদের আশঙ্কা, বিভিন্ন অসাধু চক্র ব্যবহৃত গ্লাভস হাতিয়ে বাজারে বেচতে পারে, ডাস্টবিন শুদ্ধ উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে, বাণিজ্যিক স্বার্থে না হলেও সামাজিকভাবে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়তে পারে বুথফেরত দস্তানা। সব ক্ষেত্রেই কোভিড সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা।

সব মিলিয়ে যে বিপর্যয় রুখতে এত আয়োজন, পুরোটাই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসতে পারে। এটা মাথায় রেখেই সর্বাধুনিক জিপিএস প্রযুক্তির দ্বারস্থ হয়েছে নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গ সহ চার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিটি বুথে রাখা ডাস্টবিনে থাকবে জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম। যার সুবাদে ডাস্টবিন স্থানচ্যুত হলে সঙ্গে সঙ্গে কমিশনের রেডারে ধরা পড়ে যাবে। লোকেশন ট্র্যাক করে তা উদ্ধার করতে সময় লাগবে না।

রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৭ কোটি ৩৫ হাজার ভোটার ও প্রায় ৫ লক্ষ ভোট কর্মীর জন্য মজুত থাকছে ৮ কোটি গ্লাভস। এবং মোট ১ লক্ষ ১ হাজার ৯১৬টি বুথের সবক'টিতে যে ডাস্টবিন থাকবে তা জিপিএসের মাধ্যমে ট্র্যাকিং রাখা হবে। ভোট মিটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইভিএম ভিভিপ্যাটের মতো ব্যবহার হওয়া

নয়ের পাতায়

গ্রাফিক্স : অরিত্র দেব

বুদ্ধের ঐক্য বার্তা নিয়ে ব্রিগেডে আজ বাম-কংগ্রেস

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রিগেডের আগে শেষ চেষ্টা। তাতেও ব্যর্থ আলিমুদ্দিন। বিবাদ নিয়েই মঞ্চে অধীরের হাত ধরবেন ভাইজান। আবার বক্তা তালিকাতেও থাকছে না কোনও চমক। তাই মুখ বাঁচাতে শেষ ভরসা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাও অনিশ্চিত। তাই রাতেই লিখিতবার্তা পাঠিয়েছেন। কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে লেখেন, মাঠে ময়দানে কর্মীরা লড়াই করছেন। আর আমি গৃহবন্দি হয়ে রয়েছি। এত বড় সমাবেশ হবে অথচ আমি যেতে পারছি না। এটা আমার কাছে যন্ত্রণার।

ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে। প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাজ্যের ও কেন্দ্রের দুই শাসকদল। ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিকল্পনা নেয় জোট শিবিরও। সমাবেশ থেকে বেশ কিছু চমক দেওয়ার পরিকল্পনা নেয় আলিমুদ্দিন ও বিধানভবন। জোট শিবিরের ঐক্যের চিত্রটা তুলে ধরাই ছিল প্রধান চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি, ব্রিগেডে কয়েক লক্ষাধিক মানুষের সামনে সর্বভারতীয় স্তরের বেশ কয়েকজন নেতাকে হাজির করে চমক দেওয়ার চিন্তাভাবনা চালাচ্ছিল বাম ও কংগ্রেস নেতৃত্ব। যুবসমাজ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের আকর্ষণ করতে চলছিল বিভিন্ন পরিকল্পনা। দিনশেষে সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার জোগাড়।

আজ রবিবার ব্রিগেডের মঞ্চে বাম, কংগ্রেস ও ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের নেতারা হাত ধরাধরি করে দাঁড়ালেও ঐক্যের ফাটল থেকেই যাবে। শনিবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত দফায় দফায় কথা বলেন তিনপক্ষের শীর্ষনেতৃত্ব। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৈঠক করেও আসন সমঝোতা নিয়ে চলতে থাকা বিবাদ মেটাতে ব্যর্থ হল আলিমুদ্দিন। এদিন আলিমুদ্দিনে বৈঠকে বসে সিপিএম ও কংগ্রেস নেতৃত্ব। আব্বাসউদ্দিন সিদ্দিকির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু কংগ্রেস ও আইএসএফ দু'পক্ষই নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকায় জোটপ্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ থেকে যায় বলে খবর। ব্রিগেড সমাবেশের পরে ফের কংগ্রেস ও ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের মধ্যেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়। দুই দলের দ্বন্দ্ব যে স্পষ্ট এদিন স্বীকার করে নিয়েছেন অধীর চৌধুরি ও মহম্মদ সেলিমের মতো জোটের শীর্ষনেতৃত্ব।

নয়ের পাতায়

দেশজুড়ে কাল থেকে চালু

বেসরকারি হাসপাতালে ভ্যাকসিন ২৫০ টাকায়

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : দ্বিতীয় পর্যায়ের করোনা টিকাকরণ কর্মসূচির দ্বিতীয় দফায় শামিল করা হয়েছে বেসরকারি হাসপাতালকেও। সেক্ষেত্রে প্রতি ডোজের ভ্যাকসিনের দাম ২৫০ টাকার মধ্যে রাখতে হবে বলে শনিবার জানিয়ে দিল কেন্দ্র। এদিন সমস্ত রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্তাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সূত্রের খবর, করোনা টিকাকরণের দ্বিতীয় দফায় বেসরকারি ক্ষেত্রে টিকার দাম সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে রাখতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। টিকার দাম হবে ১৫০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ অর্থাৎ টিকা দেওয়ার জন্য নেওয়া যাবে ১০০ টাকা, মোট খরচ ২৫০ টাকা। দু'টি ডোজের খরচ পড়বে ৫০০ টাকা। দ্বিতীয় দফায় একটি পরিবারের সর্বোচ্চ তিনজন সদস্য টিকা নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে টিকার দাম বেশি হলে তা নেওয়ার ক্ষেত্রে বহু মানুষই অনীহা দেখাতে পারেন এমন সম্ভাবনার কথাও মাথায় রাখা হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। দেশের করোনা টিকাকরণ কর্মসূচি যাতে দ্রুতগতি পায়, সেদিকে কেন্দ্র আগে থেকেই নজর দিয়েছে। তবু লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা যায়নি। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে টিকাকরণ দ্রুতগতিতে হলেও, শনিবার পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মী থেকে শুরু করে প্রথম সারির করোনা যোদ্ধাদের মধ্যে ৭৭ শতাংশ প্রথম ডোজ এবং ৭০ শতাংশ দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন। একথা স্বয়ং ভূষণই জানিয়েছেন।

আগামী কাল, ১ মার্চ থেকেই দেশে করোনা টিকার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হচ্ছে। ষাটোর্ধ্ব এবং ৪৫ বছরের ঊর্ধ্বে বয়সি কোমর্বিডিটি রয়েছে এমন ব্যক্তিদের এই পর্যায়ে টিকা দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের টিকার খরচ তারা যে পুরোপুরি বহন করবে না, সেকথা দিন কয়েক আগেই কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারি কেন্দ্র থেকে যারা টিকা নেবে তাদের খরচ কেন্দ্র বহন করবে, বেসরকারি কেন্দ্র থেকে টিকা গ্রহণকারীদের টিকার খরচ নিজেকেই বহন করতে হবে। করোনা টিকাকরণের ক্ষেত্রে বেসরকারি ক্ষেত্রকে কাজে লাগানোর কথা আগেই বলা হয়েছিল। সেইমতোই দেশে আয়ুষ্মান ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় থাকা ১০ হাজার হাসপাতাল এবং সিজিএইচএসের আওতায় থাকা ৬৮৭ হাসপাতালকে করোনা টিকাকরণ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হবে। পাশাপাশি রাজ্যগুলি তাদের সুবিধামতো বেসরকারি হাসপাতালকে করোনা টিকাকরণ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারে বলেও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

নয়ের পাতায়

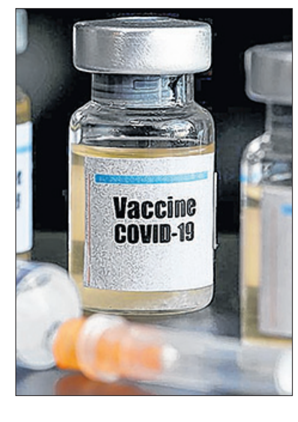

টিকা নেওয়ার পর বোলপুরে 'শিক্ষাবন্ধু'র মৃত্যু, চাঞ্চল্য

স্টাফ রিপোর্টার বোলপুর ও সিউড়ি : করোনার প্রতিষেধক টিকা নেওয়ার ৩০ ঘণ্টা পর এক ভোটকর্মীর মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বীরভূমের বোলপুরে। মৃতের নাম তারক চক্রবর্তী (৫৩)। তিনি বোলপুর থানার অন্তর্গত রজতপুর গ্রামের বাসিন্দা। একটি স্কুলে 'শিক্ষাবন্ধু' হিসাবে কাজ করতেন। ভোটের ডিউটি পড়ায় বৃহস্পতিবার কোভিডের টিকা নিয়েছিলেন তিনি। পরদিন শুক্রবার তিনি অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এর পরই বিষয়টি নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। মৃতের স্ত্রী পম্পা চক্রবর্তী জানিয়েছেন, "টিকা নেওয়ার পর থেকেই উনি (তারক) বলছিলেন মাথা ঝিমঝিম করছে। শুক্রবার স্কুলে থেকে ফেরার পর জামা-প্যান্ট খুলতে খুলতে পড়ে যান। তারপরই তাঁর মৃত্যু হয়।" এদিকে বীরভূমের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রি আড়ি জানিয়েছেন, " ওই ব্যক্তির ভোটের ডিউটি পড়ায় বৃহস্পতিবার তাঁকে টিকা দেওয়া হয়েছিল। পরদিন তাঁর মৃত্যু হয়। টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় কিছু ঘটে থাকলে তা সঙ্গে সঙ্গেই হত বলে মনে হয়। আরও জানা গিয়েছে, ওই ভোটকর্মীর হৃদযন্ত্রের অসুস্থতা ছিল। তবে তাঁর দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট মিললেই গোটা বিষয়টি স্পষ্ট হবে।" তবে, করোনার প্রতিষেধক নেওয়ার পর এমন ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্যে করোনার টিকা নেওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়ার একাধিক ঘটনা ঘটলেও একদিনের মাথায় এমন মৃত্যুর ঘটনা এর আগে ঘটেনি। যদিও অন্য রাজ্যে টিকা নেওয়ার পর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। কয়েকদিন আগে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে এক স্বাস্থ্যকর্মী টিকা নেওয়ার ৩৬ ঘণ্টা পর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তবে সবক্ষেত্রেই সরকারি ব্যাখ্যা হল, টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু হয়নি। টিকা নেওয়ার পর মৃত্যু নেহাতই কাকতালীয়। এদিকে বিষয়টি নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশও। তবে, এক্ষেত্রেও তদন্তকারীরা আপাতত ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায়।

ঁহেমন্ত কুমার সাহা

জন্ম ঃ ২৯শে নভেম্বর, ১৯১২ ● মৃত্যু ঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০

প্রতিষ্ঠাতা ঃ

কারুকৃৎ এ্যাডভার্টাইজিং প্রাঃ লিঃ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আজ তোমার,
৪২ তম প্রয়াণ দিবসে-
তোমার স্নেহাশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণায়
নানাবিধ সংকট ও ব্যাপ্তির মাঝে-
তোমাকে
নিত্য স্মরণ ও প্রণাম।

পরিবারবর্গ, আত্মীয়স্বজন, কর্মীবৃন্দ ও গুণগ্রাহী।

KARUKRIT®

১৩এ, মদনমোহনতলা স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৫
দূরভাষ - ২৫৫৪ ১৫১২, ২৫৫৪ ৩৬৩৩, ২৫৫৫ ২৯৭৭, ফ্যাক্স - ২৫৫৪ ১৮০২
ওয়েবসাইট - www.karukrit.com, ই-মেল - karukrit1932@karukrit.com

প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতিপূজা উপলক্ষে আমাদের সমস্ত কার্যালয় আজ বন্ধ থাকবে।

মধ্যপ্রদেশে নয়া আইন

খাদ্যে ভেজালের সাজা যাবজ্জীবন

নয়াদিল্লি: কিছুদিন আগেই বেশ কিছু নামী সংস্থার মধুতে চিনির রস মেলার খবরে তোলপাড় হয় দেশ। রাতারাতি প্রথম সারির মধু বিক্রেতা সংস্থাগুলি নিজেদের পিঠ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু দেশের নানাপ্রান্তেই খাবারে নানা ভেজালের খবর প্রায় উঠে আসে প্রকাশ্যে। নিদেনপক্ষে বিভিন্ন খাবারে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রং ব্যবহার খুবই সাধারণ ঘটনা। বিরিয়ানি হোক কিংবা বাঙালির অতিপ্রিয় মিষ্টি, সবেতেই সস্তা রং ব্যবহারের সঙ্গে আমআদমি পরিচিত। এবার কিন্তু তার জন্য কঠোর আইন আনছে মধ্যপ্রদেশে সরকার। খাবারে কোনও রকম ভেজাল মেশালে তার জন্য যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা পর্যন্ত হবে।

শুক্রবার রাতে এ বিষয়ে মধ্যপ্রদেশে শিবরাজ সিং চৌহান মন্ত্রিসভায় সহমত হয়েছেন সদস্যরা। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপালের অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলানো আনন্দীবেন প্যাটেল বিধানসভায় জানান, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারায় খাবারে ভেজাল দেওয়ায় শাস্তির বিধানে বদল আনা হয়েছে। আগে যে সাজা ছ'মাসের ছিল এখন তা যাবজ্জীবন পর্যন্ত হতে পারে। এর পরই শুক্রবার রাজ্যে এই সাজা কার্যকর করতে সহমত হন মন্ত্রীরা। মধ্যপ্রদেশে 'মিলাওয়াট পে কসাওয়াট' অর্থাৎ ভেজাল মেশালে কঠোর সাজা এই নামে প্রচার কর্মসূচিও চালু হচ্ছে। উল্লেখ্য, আগে খাবারে ভেজাল মেশালে ছ'মাস সাজা হত। পরে তা বাড়িয়ে তিন বছর পর্যন্ত করা হয়। শুক্রবার সাজার মেয়াদ বাড়িয়ে যাবজ্জীবন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মধ্যপ্রদেশে ক্যাবিনেট। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র বলেন, "খাবারে ভেজাল দেওয়ার মতো বড় অপরাধ আর কিছু হতে পারে না। কারণ, এটা প্রাণ নিয়ে খেলা এবং সরাসরি মানুষের জীবনকে তা প্রভাবিত করে। এই কারণেই এই সাজার মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।" একই সঙ্গে জানানো হয়, 'এক্সপায়ারি ডেট' অতিক্রান্ত অর্থাৎ মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার বিক্রি করলেও কড়া সাজা পেতে হবে বিক্রেতাকে। সেই আইনও কঠোর করা হচ্ছে।

মাসতিনেক আগে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটির পরীক্ষায় ১৩টি নামী মধু বিক্রেতা সংস্থার মধ্যে মাত্র তিনটি পাস করে। যদিও বাকি নামী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে এখনও তেমন কোনও কড়া পদক্ষেপ করা হয়নি বলেই খবর।

উল্লেখ্য, দুধে গুঁড়ো সাবান, সরষের তেলে ঝাঁজ বাড়াতে শেয়ালকাঁটা কিংবা ধাতব বস্তুতে ব্যবহারের উপযুক্ত রং খাবারে ব্যবহারের অজস্র ঘটনা সামনে এসেছে সুদূর কিংবা সাম্প্রতিক অতীতে। প্রশাসনের কড়া নজরে তা সাময়িক চাপা পড়লেও পরে ফের তা মাথাচাড়া দেয়। কেন্দ্রীয় ক্রেতাসুরক্ষা বিভাগ থেকে খাবারে ভেজাল ধরার প্রক্রিয়া বোঝাতে নানা কর্মশালা হলেও পরীক্ষা করে জিনিস কেনার জন্য যা যা প্রয়োজন তা মানুষের নাগালে না থাকায় বহু সময়েই দোকান থেকে ভেজাল জিনিস রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে। আইনি পদক্ষেপ তাতে কিছুটা হলেও রাশ টানতে পারে।